



**FORWARD**

REBUILDING INDIA IN NETAJI'S WAY

शत्रु जंघा

२०२०

# FORWARD

**REBUILDING INDIA IN NETAJI'S WAY**

**Cover Photo:**

**Rajdeep Saha / Staff Contributor**

Matriarchal Good defeating the Evil, as shown in the abstract art, which is preserved in the timeless traditional image of Durga and Mahishasura. This year, Team Forward focus on the positive aura of The Mother along with a touch of a modern outlook of the present generation, transcending all problems that humankind faces presently.

Copyright ©2021 Forward Media Group

All rights reserved. Any part of this e-publication may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission from the copyright owner, except in cases of brief quotations in reviews and certain other noncommercial methods permitted by the copyright law of India

Copyright of all articles belong to the respective copyright owners. Forward Webzine or Forward Media Group does not bear any responsibility of the articles published



# আমাদের কথা

শরণাগত দীনর্ত পরিব্রাণপরায়ণে ।  
সর্বসয়াতিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥

হে দেবী, আপনি শরণাগত, দীন ও আতর্গণের মুক্তিদায়িনী এবং সকল দুষ্কনাশিনী। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম। কোভিড মহামারীর দুটি ঢেউ সমগ্র বিশ্বকে ছারকার করে দিয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। এই সময়ে উৎসব-পার্বণ এবং আনন্দানুষ্ঠান আমাদের কাছে বিলাসিতার মতো। কিন্তু মহালয়ার ভোরে দাঁড়িয়ে আমাদের মন আনন্দে মেতে উঠেছে। দেবী দুর্গার বার্ষিক আগমনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে নতুন উদ্যমে পুনরায় জীবন শুরু করতে হবে আমাদের।

বাংলার সর্ববৃহৎ উৎসব উদযাপনের জন্য আমরা, ফরওয়ার্ড ইন্টানশিপ প্রোগ্রামের ছাত্ররা, ফরওয়ার্ড ওয়েবজিনের এই বিশেষ শারদ সংখ্যা তৈরি করেছি। সমগ্র বিশ্বের সামনে আমাদের নিজেদেরকে উপস্থিত করার এই সুবর্ণ সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, আমরা ফরওয়ার্ড মিডিয়া গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাই। এই অসাধ্য সাধন করার জন্য যারা আমাদের পাশে থেকেছেন, তাদের প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের ছাত্রদের সব উজ্জ্বল লেখা ও মন মাতানো চিত্রাবলী দিয়ে তৈরি হয়েছে এই শারদ সংখ্যা। সমগ্র ম্যাগাজিনটিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম অংশটি হল দুর্গোৎসব নিয়ে; দ্বিতীয় অংশটিতে মাতৃ আরাধনায় আমাদের পথপ্রদর্শক, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, এবং অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভূমিকা নিয়ে বলা হয়েছে; সর্বশেষ অংশটিতে সেই সকল লেখা আছে যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে। আমরা আশা করি পাঠকদের কাছ থেকে আমরা ভালো সাড়া পাব।

জয় হিন্দ,  
এডিটোরিয়াল টিম,  
ফরওয়ার্ড ইন্টানসিপ টিম / ফরওয়ার্ড ওয়েবজিন  
৬ই অক্টোবর ২০২১

# EDITORIAL NOTE

*śaraṇāgata-dīnārta-paritrāṇa-parāyaṇe  
sarvasyārtihare devi nārāyaṇi namo'stu te*

You are the last resort of refuge for the pitiable and paining people who come to take refuge. You remove everyone's troubles, O Devi salutations for you.

The two waves of the covid pandemic have devastated the whole world. Everyone is struggling for existence. At this point of time festivities and enjoyment seems like lavishness. But standing at the dawn of Mahalaya, our mind fills with joy. The annual homecoming of Goddess Durga is just a few days away. It's time to forget all our sorrows and to restart our life with a new zeal.

To celebrate the greatest festival of Bengal we, the interns of **Forward Internship programme**, have designed this special Puja Edition of **Forward Webzine**. We thank **Forward Media Group** for giving us this golden opportunity to present ourselves in front of the world. We thank each and everyone who stood beside us.

This magazine is all about the flaring write-ups and amazing pictorials penned down by the interns. We have divided the content into three parts. The first part is all about the Durga Puja festival; second part deals with the role of our idol, Netaji Subhas Chandra Bose, and other freedom fighters in Matri aradhana; last but not the least, we have a section reserved for the write-ups which enlarges our field of vision in a vast scale. We hope to receive a huge response from the readers. Read on!

Jai Hind,  
Editorial Team,  
Forward Internship Programme / Forward Webzine,  
6th October, 2021.



# সূচিপত্র

- ১। বাঙালির পূজো – একটা আবেগ - রাজদীপ সাহা
- ২। মায়ের আগমন - পত্রলেখা কর্মকার
- ৩। মানালি চক্রবর্তীর লেখা
- ৪। Ambience - অমৃত ভট্টাচার্য
- ৫। Matri Puja and Shakti Aradhana from the heart of freedom struggle - অমৃত ভট্টাচার্য
- ৬। Durga Puja Behind The Bars - রাজদীপ সাহা
- ৭। Durga Puja and Freedom Struggle - পার্শ্বা দাস
- ৮। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বেতার - রাজদীপ সাহা
- ৯। Bliss - কোয়েনা চ্যাটার্জি
- ১০। কবিতীর্থ - শৌর্য ঘোষাল
- ১১। তবে থাক - অমৃত ভট্টাচার্য
- ১২। Coins in Ancient India - স্নেহজিত রায় মিত্র
- ১৩। The boy who sees too much - অস্মিতা দাস
- ১৪। Abbas - সমগ্রী পালিত
- ১৫। চিত্রকলা - পার্শ্বা দাস
- ১৬। চিত্রকলা - তিতলী সেনগুপ্ত
- ১৭। চিত্রকলা - সৃজিতা ঘটক
- ১৮। চিত্রকলা - দিখিথি দাস
- ১৯। চিত্রকলা - শৌর্য ঘোষাল
- ২০। চিত্রকলা - স্বর্নদীপ সরকার
- ২১। ক্যালকাটা ইয়ুথ মিট

# নির্ঘণ্ট

## মহালয়া—

ইংরেজি— ৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার।  
সময়— সন্ধ্যা ৬টা ৩২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড।

## পঞ্চমী—

ইংরেজি— ১০ অক্টোবর, রবিবার।  
সময়— সকাল ৮টা ৫১ মিনিট ১০ সেকেন্ড।

## ষষ্ঠী—

ইংরেজি— ১১ অক্টোবর, সোমবার।  
সময়— সকাল ৬টা ২৩ মিনিট ০৮ সেকেন্ড।

## সপ্তমী—

ইংরেজি— ১১ অক্টোবর, সোমবার।  
সময়— ভোর ৪টে ০৩ মিনিট ০৫ সেকেন্ড।

## অষ্টমী—

ইংরেজি— ১২ অক্টোবর, মঙ্গলবার।  
সময়— রাত ১টা ৪৬ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড।

## সন্ধিপূজা

রাত ১১টা ২৩ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড থেকে ১২টা ১১ মিনিট ৪৯ সেকেন্ড মধ্যে সন্ধিপূজা।

## নবমী—

ইংরেজি— ১৩ অক্টোবর, বুধবার।  
সময়— ১১টা ৪৭ মিনিট ৫০ সেকেন্ড।

## দশমী—

ইংরেজি— ১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার।  
সময়— রাত ৯টা ৫০ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড।

## শ্রী শ্রী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা—

ইংরেজি— ১৯ অক্টোবর, মঙ্গলবার।  
সময়— সন্ধ্যা ৬টা ৪৪ মিনিট ২১ সেকেন্ড।





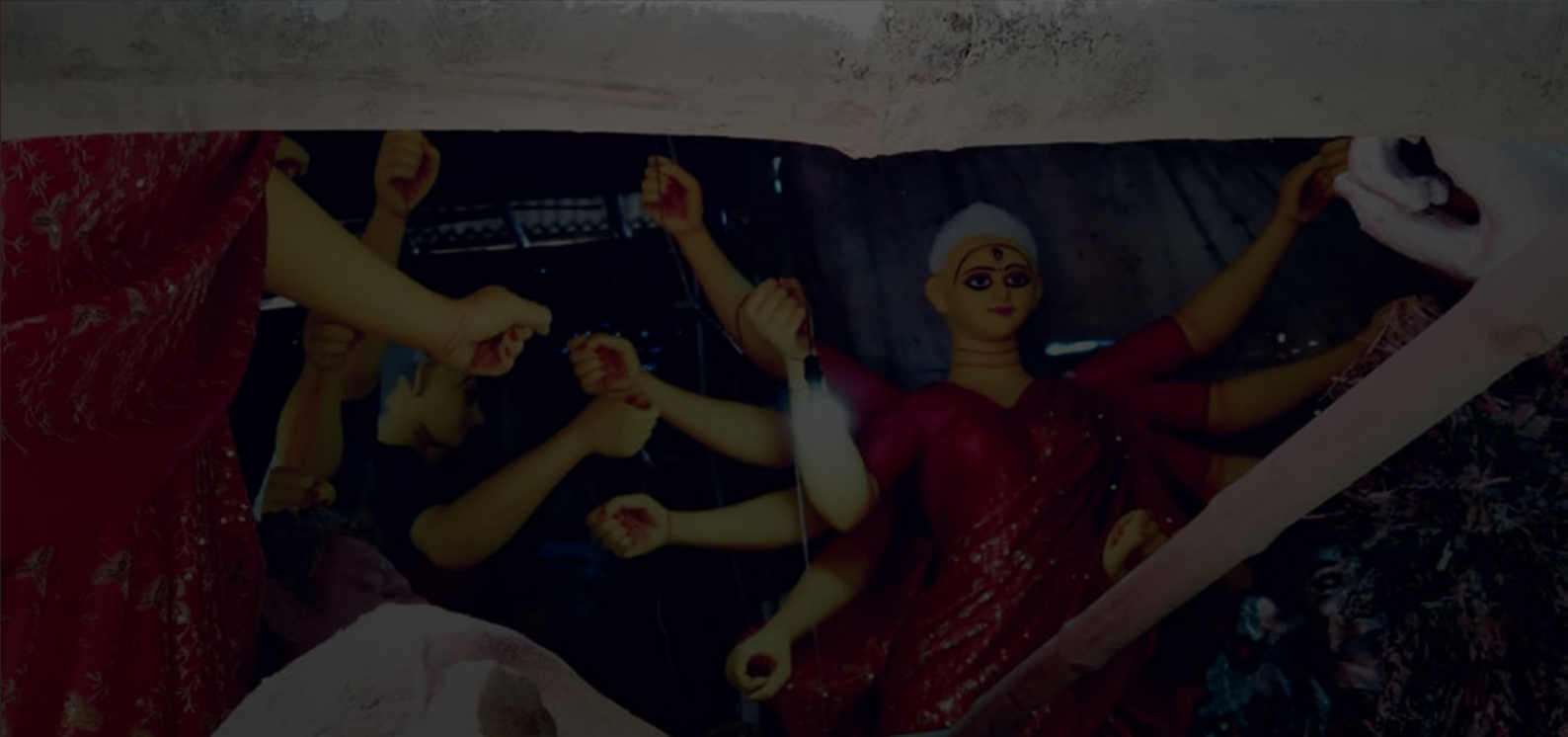


ॐ

**FORWARD**

શાંતિ ગંગુલા

૨૦૨૦

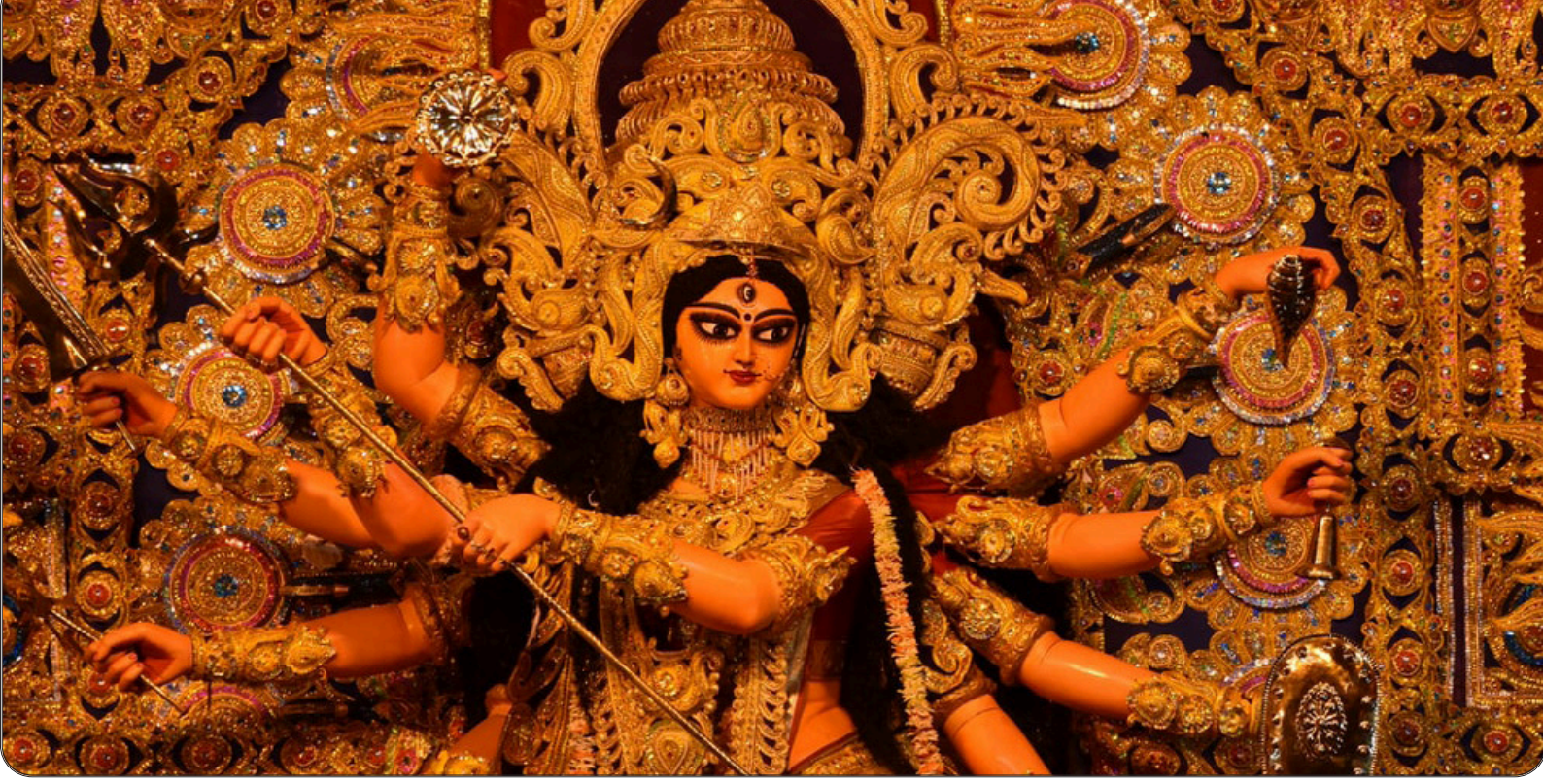






বোধন





## বাঙালির পূজো – একটা আবেগ

RAJDEEP SAHA

ভোরের শান্ত স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে গেল কাশবনের উপর দিয়ে। ভাঙিয়ে দিল পাখিদের ঘুম। নতুন দিন, নতুন শুরু। দূরে নীল আকাশে সাদা মেঘের আড়াল থেকে শরতের সূর্য নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। সেই সূর্যরশ্মি সকালের কুয়াশা ভেদ করে পড়ছে হুগলির শীতল জলে। এই হুগলি নদীর উপরেই অবস্থিত রবীন্দ্র সেতু (ওরফে হাওড়া ব্রিজ) এবং এই হাওড়া ব্রিজকে কেন্দ্র করেই রয়েছে এক ঐতিহাসিক শহর – কলকাতা। কলকাতা মানেই বাঙালি; বাঙালি মানেই পূজো। দূর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ। মা আসছে।

বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বণ – এটা তো পুঁথির কথা। কিন্তু এই ১৩ পার্বণের নিউক্লিয়ারাস হচ্ছে দুর্গা পূজো। পূজো ছাড়া বাঙালির CULTURAL IDENTITY কথায়? দুর্গা পূজো তো শুধু একটা উৎসব নয়, এটা আস্ত একটা আবেগ, বহু মানুষের কর্মক্ষেত্র, শিল্পীদের শিল্প প্রদর্শনের জায়গা, আমাদের দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন থেকে ছুটি নেওয়ার অজুহাত।

দুর্গা পূজো শুরু হয় মহালয়ার দিন থেকে, আর মহালয়া বলতে আমরা বুঝি আকাশবাণী কলকাতার সেই কালজয়ী

অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। কলকাতার ফুতবল যেমন মোহনবাগান ছাড়া অসম্পূর্ণ, ঠিক তেমনই বাঙালির পূজো মহালয়া ছাড়া অসম্পূর্ণ। ভোর ৪টে বাজে, মশারিটা হাফ তোলা, ঠিক এমন সময় সামনে টেবিলে রাখা রেডিও থেকে যখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর উদার্ত কণ্ঠস্বর বেড়িয়ে আসে, তখন প্রত্যেকটা অলস বাঙালি নিজেদের প্রিয় ঘুমের দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। একবার ভেবে দেখুন: আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির দরুন আমাদের জীবন যতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তারই সঙ্গে কলকাতার মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। পুরনো দালানবাড়ি ভেঙে গড়ে উঠেছে গগনচুম্বী অ্যাপার্টমেন্ট, ট্রামের বদলে এসেছে মেট্রো রেল, মানুষের রুচিবোধে এসেছে পরিবর্তন, হাতেটানা রিকশা এখন বিলুপ্তপ্রায়; রেডিওর বদলে এলো মোবাইল ফোন, অ্যান্টেনার পরিবর্তে ইয়ারফোন; কিন্তু বাঙালির মাতৃ-আহ্বানের সুর এখনও বদলায় নি। এই শতাব্দীপ্রাচীন “আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর...” শুনলে আজও আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়।

দুর্গা পূজো মূলত চার দিনের উৎসব – সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী। কিন্তু মহালয়া পেড়লেই আমাদের মন আর ঘরে টেকে না; মনে হয় একটু ছুটি নিয়ে মগুপের



কোণায় গিয়ে বসি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ তো লেগেই থাকে, কিন্তু পূজো আসলেই আমরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মাতৃ-আরাধনায় মেতে উঠি। কোথাও গিয়ে যেন মনে হয় আমরা সবাই একই সূত্রে বাঁধা, একই মায়ের সন্তান। মা দুর্গার আগমনে কিছু তো আছে যা সবাইকে মাতিয়ে তোলে। একটা গোটা শহর সেজে ওঠে আলোকশয্যায়; দিন-রাত এক করে মানুষ প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঘোরে; সেই সঙ্গে চলে খাওয়া-দাওয়া ও গান-বাজনা; অফিসের ব্যস্ততম লোকটিও দু'ঘণ্টা ধরে লাইনে দাড়াতে বিরক্ত হয় না; আশ্চর্যজনক ভাবে নাস্তিকরাও এসে যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে। এটাই আমাদের সার্বজনীন দুর্গোৎসব।

বর্তমানে দুর্গা পূজো দুই প্রকার – বারোয়ারি পূজো ও থিম পূজো। যদিও থিম পূজো সংখ্যায় বেশী, তবুও ব্যক্তিগত ভাবে আমি থিম পূজোর বিপক্ষে। পূজোর থিম ও মণ্ডপশয্যা নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। যে ভাবনাচিন্তা শিল্পীরা করে, তা সমাজকেন্দ্রিক ও সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই থিমের আড়ালে কোথাও যেন আমরা আমাদের মায়ের সাবেকি রূপকে হারিয়ে ফেলছি। থিম অনুযায়ী আমরা মাকে তৈরি করি আমাদের ইচ্ছে মতো, কিন্তু তা কি আদেও সম্ভব? মা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। মায়ের সন্তান হয়ে মায়ের রূপ বদলানোর স্পর্ধা কি আমাদের দেখানো উচিত? তাই একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায় থিম পূজোর মধ্যে। যদিও এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত।

মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের খেয়ালই থাকে না কখন দশমী চলে এসেছে। দেবিকে বিদায় জানাবার পালা। মায়ের আগমনে ঠিক যতোটা আনন্দিত হয়ে উঠি আমরা, বিসর্জনের সময় ঠিক ততোটাই দুঃখ হয় আমাদের। মা আমাদের বুঝিয়ে দেয় আনন্দ কখনও চিরস্থায়ী নয়। প্রতিনিয়ত সংগ্রাম ও হুঁদুর-দৌড়ের নামই হল জীবন। হতাশাজনক হলেও সেই জীবনেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমরা যতো আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছি, ততো আমরা ভুলে গেছি মানুষের সাথে গল্প করতে, ভুলে গেছি প্রাণ খুলে হাসতে, ভুলে গেছি নিয়মের বায়রে পথ চলতে। SOCIAL MEDIA-র LIKES-এর পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা ভুলে গেছি মানুষের মন জয় করতে। পাঁচটা বায়রের মানুষকে STATUS দেখিয়ে কি আমরা সত্যিই আনন্দ পাই? না... পাই না, তাই এই চার দিনের স্মৃতি আমরা আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই। সান্তনা হিসেবে আমরা বলি “আসছে বছর আবার হবে”।

একটা কথা ভেবে আমার গর্ব হয়: বর্তমানে অতিমারী পরিস্থিতিতে যখন সারা বিশ্ব থেমে গেছে, বাঙালিরাই একমাত্র জাতি যারা নিজেদের পুরনো ছন্দে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে আগের মতো আনন্দ করতে, চেষ্টা করছে সেই একই ভাবে বাঁচতে। আমরা নিশ্চয়ই সফল হব।





# মায়ের আগমন

এলো মা সবার ঘরে,  
বইছে আনন্দ বাতাসে;  
এসেছে উৎসবের ঋতু,  
মেতে উঠবে মহালয়ার ভোরে।

মায়ের বোধন হবে শুরু,  
বেজে উঠবে ঢাকের ধ্বনি;  
আরতি বসবে কাঁসরের তালে,  
উল্লাসে করবে সবাই ঘুরু ঘুরু।

মা আসছে সবার টানে,  
থাকবে হৃদয় ও মনে;  
বাকি আর মাত্র কিছুদিন,  
পূজো কাটবে সকলের কল্যাণে।

- প্রত্নলেখা কর্মকার







Secluded 4s in the morning come to a close, when mother effaces the woe off, of the globe, inevitably.

Every year, in the autumns, those bells and incense boxes start making a comeback, when kids dance on every beat of the Dhaak. Even though, ears get vexed with people chanting on the streets and strong winds, the sweet sound of Ulus never stays unheard.

Palms are cupped and flower torn off, offered to the mother of all. Through the gaps of windows and doors, men and women peak through just to take a look and praise Ma's beauty and bravery, and children sharing the cart, giggling in joy.

Her face, covered with a clean newspaper, never fails to overwhelm the heart of anybody, thriving to be able to see her face.

Dhunuchis are spun around held into hands of people filled with enthusiasm for the eve. They sometimes burn our skins, but still, it's all fun and the best.

Evenings get lit up with joy and Chaads filled with people showing off their new Punjabi Kurtas and Sarees to each other and enjoying themselves to the fullest.

Vermillion gets to mark a precious spot on our faces, giving the day, the perfect shade of red, when even the sun joins.

And then, after days of sweet hassle, the day comes when maa bids a goodbye for another year, the mud and straw floats off the river. For a sudden moment, the happiness, excitement, and all the enthusiasm fades, and we all go "Eih re, sesh hoe gelo?", but we put up a smile telling ourselves, "Asche Bochor Abar Hobe".

**- Manali Chakraborty**

# AMBIENCE

When Bengal rejoiced the feeling of festivity,  
I remember how it felt.  
The limelights lit the streets —  
When the air scented of incandescent clay pottery,  
The sweet scent of Autumn left a silhouette of rejoicing from  
victory,  
From victory.

When the lost and forgotten sons and daughters felt the same air,  
But had a damp weight of cementing history;  
The moist eyes remember something,  
Something more—  
More than just dancing with the beats  
Of the drunken drums of Durga,  
But a nectar of victory,  
Of victory.

When the rasgullas and the people had a sweet informal bond,  
They hugged and met without the colour of their origin.  
When the Miyans of Khidirpur joined the Rajas of Rajarhat  
And the men of the Samiti planned for collective freedom, rejoiced  
the future  
And vibed in the true ambience,  
Of Struggle,  
Of freedom of the Society,  
And the Individual.

~Amrit Bhattacharjee





# স্বাধীনতা সংগ্রামে মাতৃ পূজা





## MATRI PUJA AND SHAKTI ARADHANA FROM THE HEART OF FREEDOM STRUGGLE.

AMRIT BHATTACHARJEE

“Jai Hind, Vande mataram” – the expression hailing the country as our Mother has become a cliché in several social, politics, scholastic (academic), official and culture platform speeches, as well as a common address while paying respects or spreading nationalistic pride and oneness. But the “Mata” or the Mother behind the slogan is highly undermined with a basic geographic map of Mahabharata and a lady blessing us with the aura of her palm. The history and the emotions behind the slogan, and the tantra behind it, is discussed herein.

From Bankim Chandra Chattopadhyay’s “Ananda math”, the Vande Mataram took off in popularity. But worshipping a female goddess goes far behind in history. From the Early Vedic age, the society was matriarchal, and females were more or equally dominant as their male counterparts.

However, the transition to the later Vedic age led to a bit more increase in masculine domination. There were dominant alpha males in human society as well, just like a pack of lions. We can assume the fact that females were more “at the mercy” of these males. Another view is, a woman aided the family in all household means, but the credit, and the sole breadwinner, becomes the man, due to the labour based society that seemed harsh enough for the feeble women.

BUT we might be wrong to generalize every single woman as weak. The predominant nature of equality in the circle of life gave birth to ferocious, strong and capable instincts to women as well. In nature, a female black widow spider is known to eat up the male. A mother lioness will go to any heights just to protect her cub till a certain limit. Thus Maa, or



the female counterpart of the metaphysical reality, what society harnesses as a source of inner strength, has three states—the calm and caring one, the motherly aggressive one, and the fierce destroyer, much adhering to the principal of the Hindu Trinity of Brahma-Vishnu-Shiva.

As all beings are born from the mother, even rebels with daring blood need some form of emotional support and strength. Bengali legends say of dacoits who used to worship goddess Kali and her Ugra-Chanda form (fierce form). The rebellion against the British Raj also was similar, and people used the faith that they had on their mother, as a zeal to free the nation, who was deemed as the elder mother -"Baro-Maa". There are a lot of scriptures which state the power giving yoga and worship of a form of mother. If we get away from the philosophical debate of adwaitism and dwaitism, we see tantras, and certain chants, 77 chants to be exact, on Shakta. While people who do not believe in the chants see them as mere words, during the struggle of independence movement, these chants were more than a placebo to some people, and despite pain they pushed on, in the pursuit of life and freedom. This form of worship is known as shakta, or shakti aradhana. The Adya form of Goddess Kali, who is in turn a form of Goddess Durga, is said to provide strength and protection to whoever chants or listens to the Adya stotram. There is also a historical account in the chant, which locates the places where we may find the aura of The Goddess on Earth. Ardent leaders of the Indian National Movement extremely valued this mantra and practiced this aradhana, and had visits from saints. Sub-

hash Chandra Bose and CR Das notably have pujas, along with Rabindranath and Jatin Das's family. Several concentrations of small groups of insurgency during the British Era had the similar fierce belief in Maa. As the Geological Survey of India gave the map of India, and the National flag emerged at the same period, nationalist sentiments added on to even those people who remotely believed in the power philosophy. In 1920s, this partial belief took a political turn, along with pictures of Bhagat Singh and other freedom fighters, or political leaders famous at that time. Finally, as bharat mata, the Indian map along with the God in the form of Mother, came inside the temple practices. The Bharat Mata temple was built in Benaras in 1936 by Shiv Prashad Gupt and was inaugurated by Mahatma Gandhi. This temple does not have any statues but only a marble relief of the map of India. Abanindranath Tagore portrayed Bhārat Mātā as a four-armed Hindu goddess wearing saffron-colored robes, holding the manuscripts, sheaves of rice, a mala, and a white cloth. This image of Bharatmata was an icon to create nationalist feeling in Indians during the freedom struggle. Sister Nivedita, an admirer of the painting, opined that the picture was refined and imaginative, with Bharatmata standing on green earth and blue sky behind her; feet with four lotuses, four arms meaning divine power; white halo and sincere eyes; and gifts Shiksha-Diksha-Anna-Bastra of the motherland to her children. Indian Independence activist Subramania Bharati saw Bharat Mata as the land of Ganga. He identified Bharat Mata as Adi Parashakti. He also says that he has got the Darśana of Bharat Mata during his visit with his guru Sister



Nivedita (as sourced from online sources)

Bengal Renaissance also saw eminent artists and writers like Madhusudhan Dutta who engraved mother as BangaMata, or Mother of Bengal (Indians and Bengalis alike). Rabindranath Tagore, who contributed the ANTHEM to the once undivided Bengal in “Sonar Bangla”, referred the nation to the mother. To prevent the Partition of Bengal, the unity of brothers under the same mother, was highly emphasized in slogans and literature. Thereby, through songs, emotions and divine nationalism from people made a country into the informal and more important mother during The Struggle. Even after the struggle, the worship tends to bring discipline and natural anarchy to terms, and brings a great lot of holistic development in an individual.

There was a sure forgiving mother after the war, or the punishment of karma. Along with power, comes responsibility, and a chance to atone for sins, as seen in Sakta adama, the script. As a mother brings you close to her bosom after minutes of scolding, this similar virtue of forgiveness is also seen in the present day Durga puja, as Mahishasura or the evil, is also preserved in the total set of idols, frozen in time, depicting the diverse relationship between a Omnipotent, Omnipresent and Omniscient Mother and her Children.







## DURGA PUJA BEHIND THE BARS

RAJDEEP SAHA

A fusion of religion and patriotism occurred in 1926, when, during his incarceration at Mandalay jail, Subhas Chandra Bose, along with the other Bengali prisoners, organized Durga Puja within the jail premises and demanded that the expenses be borne by the authorities.

On 02.02.1926 seven prisoners of Mandalay prison, under the leadership of Subhas Bose, sent a memorandum to the Chief Secretary of Government of Burma, stating that “there are three important religious ceremonies which we have to perform here (viz. the Saraswati Puja, the Holi and Dol Purnima Festival and the Durga Puja) and that we expect Government to sanction the expenditure in connection with those ceremonies.”

The prisoners raised a contribution of Rs

140 from among themselves and demanded only Rs 660 from the Government. Mandalay jail authorities under Major Findlay agreed to pay in advance provided their grant was approved. But when the British Government refused their prayers, Subhas Bose took no time to convert his spiritual quest into a political campaign by launching a hunger strike. His argument was clear: If the Government could grant “a sum of Rs 12000 per annum... for the Christian convicts in connection with their religious worship”, they had no ground to refuse a similar grant to the Hindu prisoners. He immediately wrote a stinging response to the Chief Secretary informing their intention to fast until their demands were fulfilled: “We are being compelled to adopt the only honorable course open to persons in our position. We have accordingly resolved to commence hunger



strike on Thursday, February 18, 1926.” This news spread like wildfire and the Government ultimately had to come down from its stand and granted an allowance of Rs 30 per prisoner.

to win elections. But Subhas Chandra Bose was different from all other politicians, who change stances in a fraction of seconds. He never compromised on the rights of Hindus to worship even behind the bars.

Fourteen years later when Subhas Chandra Bose was illegally imprisoned in Presidency Jail, he again demanded that the Hindu prisoners must be allowed to perform Durga Puja exactly as prescribed by the Hindu religious practices and at the time required by astronomical calculations. He wrote a letter to the Superintendent of Presidency Jail stating *“Since Durga Puja is congregational in character, all Hindu prisoners who are desirous should be permitted to participate. It may be remarked here that similar facilities are given to Muslim prisoners during Id and to Christian prisoners in Alipore Central Jail during Christian festivals. In any case there is no reason why all Hindu political prisoners should not be allowed to participate.”* He also asked for the allowance of at least two priests and minimum music, stating that music is essential for the aarti ceremony in particular. In the same letter Bose even threatened the British saying: *“If these concessions are not allowed, it will mean virtually that the Government does not allow Durga Puja in jail. This will be an unjustifiable cancellation of concessions we gained after considerable suffering in jail in the fifteen-day hunger strike in 1926. It will mean, further, that concessions allowed by the bureaucratic regime are being withdrawn by the popular ministry. The consequences of such situation will naturally be serious for us.”*

In recent years Durga Puja in Bengal is gradually being reduced as a political play







## DURGA PUJA AND FREEDOM STRUGGLE

PABRISHA DAS

“How about if we use the largest festival of Bengalis as a Swadeshi Platform protesting against the British Raj?” -Though before too Durga Puja was held with great fun and fanfare over decades with competitions and varieties of artistic nuances which were seen in the streets of then Calcutta and Districts, still before the Britishers left India, Durga Puja was said to be a symbol of Swadeshis to propagate anti-British sentiments. It was also said that Durga Puja was a platform and initiative to carry out anti-British protests. According to History we can say that till 1919, Durga Puja was considered as a major private social event which were only organised and celebrated by the Royal and Rich families who utilised the celebration to get close to the ruling classes and seek their patronage. As a result, the prominence and importance of Durga Puja increased in many places, prom-

inently in provinces of Bengal and Assam.

In 1919, Baghbazar broke the fetters when it organised their first Durga Puja which was arranged by 12 people and was named as, “BAROYARI”. It ended the stranglehold of the feudal landlords over the festival. During 1930, when Durgacharan Bandyopadhyay who was the alderman of the then Calcutta Municipal Corporation, became the president of the Puja Committee and took an initiative to bring an exhibition as a part of the economic movement against the RAJ. In the exhibition, only indigenous items were sold and people were encouraged and motivated to boycott all imported goods from Britain.

Pulin Das, who was an active member of the Anushilan Samiti, initiated the Birashtami Utsav on the morning of Ashta-



mi. Fighting with knives, batons etc. were organised as a venue to inspire the youth. Our beloved Netaji, was directly involved in both Baghbazar Sarbojonin Durgotsav and Simla Bayam Samity Sarbojonin Durga Puja. These two community pujas were the facades used for Swadeshi activities and provided shelter to Freedom Fighters who were forced to go underground during the Rule. When Netaji became the Mayor of Calcutta in the year of 1930, he donated an amount of Rs.500 to the Puja Committees which were valued a lot at that time. Later, in the year 1938-1939, Netaji himself became the president of the Baghbazar Durgotsav Committee. Simla Bayam Samity's Puja was traditionally held on a plot yards away from Swami Vivekananda's ancestral house. Atindra Nath Bose who was one of the founding members of Simla Samity with the aim of promoting good health among the youth, inspired them to join the freedom movement. Later, he developed the organisation into an ideal physical development and a venue for political and social activities. 'Birashtami Puja' was also an integral part of Durga Puja at Simla Byayam Samity and was attended by people like Sarala Devi, Amrita Basu, Dr. Prafulla Chandra Ray and many others.

Like other ways, this was also a great struggle, fought by our Freedom Fighters to bring us Independence. To bring us Liberty. Besides celebrating Durga Puja, we should also remember our great souls of Freedom Fighters who brought us such joy during Durga Puja.







কলাক্ষেত্র





## বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও বেতার

RAJDEEP SAHA

কয়েক প্রজন্ম ধরে বাঙালির মাতৃ-আহ্বানের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। প্রাক-স্বাধীনতার যুগ থেকে সেই যাত্রাপথ শুরু। ‘বেতারজগৎ’ বিক্রি থেকে বেতারের জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছানোর দীর্ঘ পথেই কেটেছে তাঁর জীবনের আলো-ছায়া। ঘর নয়, কাজই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। তবু অবসরের পর তেমন আর্থিক সুবিধা পান নি। আক্ষেপ করেছেন, দুঃখ পেয়েছেন, তবু বেতারের সঙ্গে ছাড়েন নি। বেতার ছিল তাঁর রক্ত, আর তাঁর কণ্ঠই ছিল বেতার — একটি ছাড়া অপরটি অসমাপ্ত।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন রেডিও ছাড়া অন্য কোন বিনোদন ছিল না মানুষের কাছে। সেই বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কিন্তু তাঁকে একেবারে নতুন করে সব কিছু করতে হয়েছিল; তাঁর সামনে তো কোন কাঠামো ছিল না। কাজ করতে করতে তাঁকে পৌঁছাতে হয়েছিল মানুষের মনের ভেতর, বুঝতে হয়েছিল সময়টাকে, বের করতে হয়েছিল বেতারের নিজস্ব ভাষা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কথা-বার্তায় এটুকু বোঝা যেত যে উনি শ্রোতাদের মুহূর্তের জন্যও হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না। তিনি বলতেন “ছেলের দুখ গুলতে গুলতে, অফিসের জন্য রেডি হতে হতে, রান্নায়

নুন দিতে দিতে লোকে রেডিও শোনে, ধীর গতিতে কোন প্রয়োজনা রেডিওতে চলবে না।” কেমন করে পাতা ওল্টাতে হবে যাতে পাতা ওল্টানোর আওয়াজ না শোনা যায়, সংলাপ বলার সময় কেমন করে চোরা দমনিতে হবে, শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর দিয়ে কিভাবে রাগ, দুঃখ, ভালবাসা সমস্তই প্রকাশ করতে হয়, তা সবই জানতেন তিনি। চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া, উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে ঝট করে পরিস্থিতি সামলে দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল তাঁর। তাঁকে শুধু বলে দিতে হত কোন বিষয়ে বলতে হবে; মুহূর্তে মাইকের সামনে বলতে শুরু করে দিতেন।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রায় সব ধরনের সম্প্রচারেই পারদর্শী ছিলেন। একবার তিনি স্পোর্টস কমেন্টেটর হন। তাছাড়াও তিনি ছিলেন স্ক্রিপ্ট লেখক, গায়ক, নাটক নির্মাতা, পরিচালক, ইত্যাদি। এতো ভালো ব্যঙ্গরস লিখতেন, এতো ধরনের বিষয়ে, অথচ নিজের লেখা সম্পর্কে মমতা বলে কিছুই ছিল না তাঁর। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অজস্র রচনা বেতারে পড়া হত বলেই কার্যত সে সব হাওয়া হয়ে গিয়েছে। সে সব আগলে রাখার না ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কোন বারতি আগ্রহ, না ছিল অন্য কারও। পুরনো রেকর্ড করা টেপের ওপরেই নতুন অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হয়েছে। ফলে তাঁর কতো কাজ যে মুছে গেছে,



কতো লেখা যে হারিয়ে গেছে, তাঁর কোন হিসেবই নেই।  
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ সবটা জানতেন। আর ঠাট্টা করে বলতেন,  
“সংসারের যতোটা মজা দেখেছি, তার থেকে সংসার  
আমাকে নিয়ে মজা করেছে বেশি।” রেডিওর মস্ত বড়  
দায় বয়ে বেড়িয়েছিলেন চাকরির শেষ দিন পর্যন্ত। স্বয়ং  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, ও আরও অনেক গুণী  
ব্যক্তির তাঁর প্রশংসা করেছেন। বড় অভিমান ছিল  
তাঁর। মুখে কিছু বলতেন না, তবে খুব কাছের লোকেরা  
বুঝত কেন এই অভিমান। আকাশবাণীর এমেরিটাস  
প্রোডিউসার-এর পদ জোটেনি তাঁর। বলতে গেলে  
কিছুই মেলেনি — না কোনও সরকারি খেতাব, না পদ্মশ্রী,  
পদ্মভূষণ। মিলেছে তো কেবল চাদর আর উত্তরীয়।

সংসারকে তো উনি কম দিয়ে যান নি। সংসার তাঁকে  
দেখল কই? তাঁর শেষবেলা তো কেটেছে সতীর্থদের  
অনাদরে, অবহেলায়, অপমানে। সংসারটা কি সত্যিই  
ছিল? বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র হয়তো তাই বলতে চেয়েছিলেন।





# BLISS

KOYENA CHATTERJEE

I WOKE UP AS A SUPERHERO!  
IN A WORLD IMMERGED IN SORROW  
THE ONLY THING I HAD IN MIND  
WAS A BETTER TOMORROW.  
I PONDERED ON THE PRODIGIOUS THOUGHT  
OF WHAT COULD I OFFER MY PEOPLE?  
THEN IT STRUCK ME LIKE A BELL  
LIKE THE ONE, THERE AT THE STEEPLE  
PIONEERING THE POTION OF PARADISE  
IN THE HEARTS OF MANKIND, THAT DWELLS IN SOLITUDE  
I COULD BRING BACK THE HAPPINESS  
THAT IS LACKING IN THE NATURE'S BEAUTITUDE  
I TRIUMPHED, NO ONE EVER KNEW  
BUT THE OBLIVIOUS WORLD, CONTINUED TO STRIVE IN BLISS!

এই গাঙ দিয়ে যত নান্দ আসে  
আর যত নান্দ যায়,  
আহাদের ছেঁে কলে না লাগুক  
যুকে তারি লাগে হয়।  
কি সে আসিলো না, কি ইহলো তার

## কবিতীর্থ

SHOURJO GHOSAL

খিদিরপুর, কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। জায়গাটি কে আরেক নামে বলা হয় “কবিতীর্থ”। তবে সেখানকার মানুষ দের এই কবিতীর্থ নামের পিছনের আসল কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন “এই জায়গা তিন কবির মিলন স্থল, এই খিদিরপুর এ ছিল বাংলার তিন খুবই জনপ্রিয় কবির বাসস্থান। সেই তিন কবি ছিলেন-মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।” আরো বিশদে জানতে চাইলে জানা যায় শুধু মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিষয়। এর পেছনে কারণটা কি সেটা খুব একটা জানা নেই আমার। তবে কবি রঙ্গলাল ও কবি হেমচন্দ্রের জীবন কাহিনী প্রায় নব যুগের কাছে হয় গেছে এক বিস্ত্রিত ইতিহাস। সেই বিস্মিত ইতিহাস কেই নতুন যুগের কাছে তুলে ধরার জন্যই আমার এই প্রবন্ধ টি। এবার জেনে নেওয়া যাক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন কাহিনীর ব্যাপারে (সংক্ষেপে):-

### □ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের, ২৫এ জানুয়ারি (খ্রি) জন্মগ্রহণ করেন, সাগরদারি নামক এক গ্রামে। উনার পিতা রাজনারায়ণ দত্ত পেশায় উকিল ও মা

জাহবি দেবী ছিলেন একজন গৃহবধূ। মধুসূদন উনার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন গ্রামের এক বিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে যখন উনারা বাসস্থান বদলিয়ে চলে আসেন কলকাতার খিদিরপুরে তখন উনি ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। এই কলেজে থাকা কালীন উনি হয় ওঠেন একজন পেশাদার লেখক। নারী শিক্ষার উপর প্রবন্ধ লিখে জিতে নিয়েছিলেন একটি স্বর্ণ পদক ও বৃত্তি।

মধুসূদন ১৮৪৩ সালের, ৯ ফেব্রুয়ারী (খ্রি) পরিবারের অমতে ধর্মান্তরিত হন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাঁকে ছাড়তে হয় হিন্দু কলেজ। পরবর্তী অশ্রের পড়াশুনো করেন বিশপ কলেজে (১৮৪৪ - ১৮৪৭)। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে পরিবারের থেকে টাকা পাওয়া বন্ধ হয় যায় মধুসূদনের। ১৮৪৮ সালে উনি মাদ্রাজ চলে যান। সেখানকার Madras Male Asylum Orphan এ সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন ১৮৫১ সাল অবধি। তারপর Madras University High School এ সহকারী (second tutor) হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে, মাদ্রাজে থাকা কালীন উনার বিবাহ হয় একজন ইউরোপিও নারীর



সাথে।

## □ রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়

এরপর ফ্রান্সে সফর করে ফিরে আসেন কলকাতা। ফ্রান্স সফরে দরিদ্রতার মুখে পরেন মধুসূদন তখন উনার একমাত্র সাহারা হয় ওঠেন বিদ্যাসাগর।

মাদ্রাজে থাকা কালীন প্রকাশিত হয় উনার লেখা দু-খানা ইংরাজি কবিতার বই। ১৮৪৯ সালে, (The Captive Lady) এবং (Derozio's The Fakeer of Jungheera) প্রকাশিত হয়। The Captive Lady এবং Visions of Past প্রকাশ হয় উনার ছদ্মনামে “Timothy Penpoem”। ১৮৫৮ সালে কলকাতা ফেরার পর প্রকাশিত হয় উনার লেখা অনেকগুলি নাটক যেমন পদ্মাবতি (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), মেঘনাদ বধ কাব্য (১৮৬১) এবং অন্যান্য।

১৮৫৬ সালে ফেরেন উনি ইংল্যান্ডে। ১৮৬৬ সালে, ভেরসালিসে থাকা কালীন উনি হয় যান একজন উকিল। ১৮৬৭ সালে, ফিরে আসেন উনি কলকাতায়। উকালুতিতে সাফল্যতা না পেয়ে তিন বছরের মাথায় ছেড়ে দেন ওকালুতি। এবং কলকাতা হাই কোর্ট এ অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। উনার দুটি কন্যা সন্তান ও দুটি পুত্র সন্তান ছিল।

১৮৭৩ সালের, ২৯ জুন (খ্রি) উনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন কলকাতা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।

মধুসূদনের পৈতৃক বাড়িটি এখনো বিদ্যমান, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব স্পষ্ট।



রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮২৭ সালের, ২১এ সেপ্টেম্বর (খ্রি)। উনার জন্ম হয় উনার মামাবাড়িতে, হুগলি জেলার বাকুলিয়া গ্রামে। উনার পৈতৃক বাড়ি ছিল হুগলি জেলার রামেশ্বরপুর গ্রামে। বাল্যকালে হারিয়েছিলেন নিজের পিতা কে। স্থানীয় বাকুলিয়ার এক বিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করেন প্রাথমিক শিক্ষা এবং পরবর্তী কালে ভর্তি হন এক মিশনারি স্কুলে। তারপর তিনি ভর্তি হন হুগলির মহসিন কলেজে। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষায় ছিল ভালো দখ্যতা।

ইস্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার দ্বারা প্রকাশিত হয় রঙ্গলাল এর প্রথম কবিতা। ১৮৫২ সালে, ‘সংবাদ সাগর’ নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। এবং ১৮৫৬ সালে, ‘বার্তাবহ’ নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৮৫৫ সালে, Education Gazette এ উনার পদ্য ও গদ্য দুই প্রকাশিত হত। ১৮৬০ সালে, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা সাহিত্য পড়াতেন। পরবর্তীকালে উনি সরকারি চাকরি তে যোগ দেন, আয়কর নির্ধারক এবং ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে। রঙ্গলাল সুনামের সাথে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয় চাকরি করেন, এবং সাল ১৮৮৪ এর ১১ই এপ্রিল তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন।

উনার কলকাতার বাসস্থানটি, যেটি কিনা খিদিরপুরের কার্ল মারক্স সরণি তে অবস্থিত। সেই বাড়িটি তুলনামূলক ভাবে ঠিকঠাক অবস্থায় আছে। এবং সেই বাড়ির একটি ফলকে লেখা আছে “রঙ্গলাল কুটির”।

রঙ্গলাল এর প্রথম সাহিত্য সাফল্য ছিল তার লেখা “পদ্মিনি উপখ্যান”(১৮৫৮)। উনার কাব্যিক কাজ গুলির মধ্যে কর্মদেবী (১৮৬২), শুরাসুন্দরি (১৮৬৮) কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)। উনার লেখা ‘কলিকাতা কল্লালতা’ বইটি কে ধরা হয় কলকাতার ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা প্রথম বই হিসাবে। ১৮৮২ সালে, নিজস্ব সম্পাদনায় প্রকাশ করেন মুকুন্দরামের ‘কবিকল্প চন্ডি’। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় সাল ১৮৮৭, ১৩ই মে (খ্রি) নিজের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।



## □ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৭ই এপ্রিল ১৮৩৮ সালে, উনার মামাবাড়ি হুগলি জেলার গুলিটা গ্রামে। উনার পিতা কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঘর জামাই হিসাবে, এবং শুধুমাত্র মাতামহের পরিশ্রমের কারণে হেমচন্দ্র কে ভর্তি করা হয় খিদিরপুর বাংলা বিদ্যালয়। মাতামহের প্রয়ানের পর কিছু সময়ের জন্য স্থগিত থেকে যায় হেমচন্দ্রের পড়াশুনো। সেই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সরবাসিকারি হেমচন্দ্রকে পড়াশুনো করার সুযোগ তৈরি করে দেন। হেমচন্দ্র ইংরেজি পড়েন এবং ১৮৫৩ সাল নাগাদ ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। ১৮৫৯ সালে, B.A পাশ করেন ও ১৮৬৬ সাল নাগাদ B.L Degree পান।

গ্রাজুয়েশন এর আগেই, কিছু সময়ের জন্য হেমচন্দ্র কাজ করেন মিলিটারি অডিটর জেনারেল এর অফিসে একজন ক্লার্ক হিসাবে। কিছু সময়ের জন্য কলকাতা ট্রেনিং একাডেমি তে হেডমাস্টার হিসাবে কাজ করার পর, কলকাতা হাই কোর্টে আইন অনুশীলন শুরু করেন। ১৮৬২ সালে, উনাকে মুন্সী হিসাবে কাজে রাখা হয়। ১৮৯০ সালে, উনাকে সরকারি আবেদনকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

হেমচন্দ্র ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক কবি। কিছু সময়ের জন্য হেমচন্দ্র হয় ওঠেন ব্রিটিশ সরকার এর বিরুদ্ধে, কারণ উনার লেখা কবিতা “ভারতসঙ্গিত” যেটি কিনা ১৮৭২ সালের এডুকেশন গেজেটে (জুলাই) প্রকাশিত

হয়, যেই কবিতার দ্বারা উনি প্রত্যেক ভারতীয়কে আহ্বান জানান বিদেশি (shackle) পরিত্যাগ করতে। কিছু সময়ের জন্য “ভারতসঙ্গিত” কবিতাটিকে বাংলার জাতীয় সংগীত হিসাবে মান্য দেওয়া হয়। হেমচন্দ্রের লেখা “ভারতবিলাপ”, “কালচক্র”, “রিপন উৎসব” এবং “ভারতের নিদ্রাভঙ্গ” উনার দেশপ্রেম কে প্রকাশ করে।

সেই সময় বিধবা নারী ও মহিলাদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন হেমচন্দ্র। উনার লেখা কবিতা, “কুলীন মহিলা বিলাপ” ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাহায্য করে।

হেমচন্দ্র প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে, বইটির নাম ছিল “চিন্তাতরঙ্গিনি”। উনার শ্রেষ্ঠ কাজ ‘ব্রতরসংহার’ (১৮৭৫ - ১৮৭৭, 2 Volumes) যেটি উনি মহাভারতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় লেখেন। কবির লেখা গুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা হল:- ভিরাহ কাব্য (১৮৬৪), ছায়াময়ি (১৮৮০), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), আশাকানন (১৮৭৬) এবং চিত্তবিকাশ (১৮৯৮)।

‘কবিতাবলি’ (১৮৭০ - ১৮৮০, 2 Volumes) গ্রন্থটি হেমচন্দ্রের কবিতার সংগ্রহ। এই গ্রন্থের কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা হল ‘জীবনসঙ্গীত’, ‘গঙ্গার উতপত্তি’, ‘পদ্মের মৃণাল’, ‘ভারতকাহিনি’ এবং ‘অশোকতরু’। হেমচন্দ্র করেছেন অনেকগুলি ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি বই হল শেক্সপিয়ারের ‘রোমিও ও জুলিয়েট’ (১৮৯৫ সালে) এবং টেম্পেস্ট। উনি অনুবাদ করেছেন অনেক ইংরেজি কবিতাও।

হেমচন্দ্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল যে সে, দীর্ঘ আখ্যান কবিতাও লিখতে পারতেন, পাশাপাশি দেশাত্মবোধক গান, ছোট গান ও লিখতে পারতেন। উনার কবিতায় ছিল সুন্দর ও মনমুগ্ধকর সংযোজন। উনি একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উনার অন্তিম সময় টি ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। হারিয়ে ছিলেন দৃষ্টিশক্তি শুধুমাত্র তা নয় দেখা দেয় অর্থনৈতিক সমস্যাও। ১৯০৩ সালের, ২রা মে (খ্রি) শেষ নিশ্বাস



ত্যাগ করেন হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ।



Source: Wikipedia, Banglapedia ও অন্যান্য Website)



# তবে থাক

## অমৃত ভট্টাচার্য

তবে থাক,

তবে থাক মা, আজ কত ছেলে-মেয়ে  
ওই চিনা বাদুরের জন্য প্রাণ হারা  
শপিং মল-এ ঢুকতে গিয়ে দেখি  
বস্ত্র বিহীন কত শিশু রাস্তায় পড়ে ধুলো মাখে।  
তাই থাকীর পোষাকে বাবুদের মতো হুল্লোড় করা থাক  
তবে থাক।

তবে থাক মা,

বন্ধুদের সাথে মদ বিড়ি আর চাকনা;  
কত লোকে দেখি না খেতে পেয়ে  
মৃত্যুর কাছে যায় ধীরে ধীরে,  
তাদের বাড়ির শিশুরাও তো খেতে চায় ভালো রান্না,  
তবে খাবার দান করে মেলে দিই ওদের পাখনা!  
ভাই, তবে থাক না।

স্যার, আজ ছাড়ুন না,

ওই ভুয়ো ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে কি অঙ্ক?  
পুজোর দিনেও তো সত্য বলাটা শক্ত।  
এস.এস.সি দিয়ে চাকরি না পেয়ে ভেসে যায় কত শিক্ষকের রক্ত,  
তবু কেন আমরা এই মাতাল সমাজ-জন্তের এতো ভক্ত?  
তাই ছাড়ুন না।

তবে চলে যাই আর ঝাপ দিয়ে দিই মানব সমুদ্রে;

পিছু ডাকিস না আর আমারে কোনো কাজে  
মানুষ কি শুধু হুল্লোড় করতে বাঁচে?  
যদি এক ফালি হাসি, ভরায় আঁধার সে হাসির রোদ্দুরে  
দুর্গা, সে তো মাটির প্রতিমা! তবে মানবতা আজ বহু দূরে।

তাই থাক, আজ থাক, আজ ভেসে যাই সমাজ সভ্যতায়, আমার সমাজেই  
অনুরাগ।





## COINS IN ANCIENT INDIA

SNEHOJIT ROY MITRA

The word Coin is derived from the Latin word Cuneus and it is believed that the first use of coins was in China and Greece around 700 BC and in India during the 6th century BC. The study of coins and medallions is known as **Numismatics**.



A Magadha Coin (five symbols)

### PUNCH MARKED COINS:-

The earliest coins were casted coins and were die-struck only one side. Symbols were included on the single side and were termed as “Punch Marked” coins. The first trace of this coin was available between 6th and 2nd century BC. The first Indian punch marked coins called Puranas, Karshapanas, or Pana were minted in 6th century BC by the various Janapadas and Mahajanpadas of the Indo Gangetic Plain.

### INDO GREEK COINS:-

The reign of Indo Greeks was from 180 BC to around 10 AD. Indo Greeks introduced the fashion of showing the bust or head of the ruler of the coins. The legends of their coins were mentioned in two languages— Greek on one side of the coin and Kharosthi on the other. The Greek gods and goddesses commonly shown on the Indo Greek Coins were Zeus, Hercules, Apollo and Pallas Athene. Later, Indo Greek Kushan kings introduced the Greek

custom of engraving portrait heads on the coins. Kushan coins were adorned with a helmeted bust of the king on one side and the king's favourite deity on the reverse.



**A Kushan  
Period Coin**



**Chalukyan Coins**



### **SATBAHANAS COINS:-**

Satvahanas rules started after 232 BC and lasted up to 227 AD. The Satavahana kings mostly used it as a material for their coins. Silver coins were rare. Next to lead, they used an alloy of silver and copper called "potin". Many copper coins were also available. Although the coins were devoid of any beauty or artistic merit, they constituted a valuable source material for the dynastic history of the Satavahanas.



**Satvahana  
Lead Coin  
with Ujjain  
symbol**

### **CHALUKYAN KINGS COINS:-**

The Chalukyan dynasty(6th century AD) was founded by Pulakeshin 1 with its capital at Badami in Karnataka. One side of the coin had an image of a temple or a lion and legends. The other side was left blank.



# THE BOY WHO SEES TOO MUCH

ASHMITA DAS

IT CAME FROM THE SKY, A GRAY SILVER STALLION.  
I LOOKED UP HIGH, AND I HAVE ALSO SEEN A DRAGON.

WITH SO MANY THINGS IN THIS UNIVERSE.  
I'M ON STAND-BY WITH A CAMERA IN MY PURSE.

WHO WOULD HAVE KNOWN I'D BE THE FIRST TO SPOT A PEGASUS.  
THE TOWN FOLKS WAVE HI EVERY TIME I WALK MY HIPPOPOTAMUS.

I ENJOY SHOWING EVERYONE, MY PICTURES OF A FLYING HORSE.  
I DON'T SEE WHY THEY CALL A DOCTOR EVERY TIME I CALL THE TASK FORCE

I THINK THEY ARE JEALOUS OVER ALL THE THINGS I'VE SEEN.  
THEY ACT ALL CRAZY SINCE I SIGHTED A LEPRECHAUN WHEN I WAS TEN .

NO ONE EVER BELIEVED ME WHEN I SAW AN ARMY OF DRAGONFLIES.  
THEY HAVE A NAME FOR ME "THE BOY WHO SEE'S TOO MUCH IN THE SKIES!"

I DON'T KNOW WHY THEY CAN'T SEE WHAT I SEE.  
FOR ALL I KNOW THEY ARE ALL EXPERIMENTS UNDER ALIEN TECHNOLOGY.

THEY DON'T BELIEVE ME HOW I GOT THIS MAGIC MEDALLION.  
IT WAS A FRIENDLY GIFT FROM THE SILVER STALLION.

I ALSO HAVE MANY PICTURES OF A UNICORN.  
WE BECAME BEST-FRIENDS WHEN HE GAVE ME A PIECE OF ITS MAGIC HORN.

WE SAT TOGETHER WHILE HE DRANK FROM THE LAKE.  
WE ENJOYED TALKING, --TALKING ABOUT HOW U.F.O.'S ARE FAKE.

WHY CAN'T THEY SEE? THE DAY I FELL OFF A BOAT, I GOT RESCUED BY A MERMAID!  
WHO WOULD HAVE KNOWN A MERMAID SWIM AROUND WITH FIRST-AID.

I ALSO REMEMBER THE DAY I FOLLOWED A LEPRECHAUNS.  
WE WERE PLAYING UNDER THE RAINBOW HAVING SO MUCH FUN.

WHEN I TOLD MY DOCTOR ABOUT ALL THE THINGS I'VE SEEN.  
HE LOCKED ME IN A DUNGEON, THINKING I WAS THE ALIEN QUEEN.

I BEGGED AND I TOLD HIM I DON'T BELIEVE IN ANY TYPE OF ALIEN.  
TOO BAD THE MASTER OF THIS DUNGEON CAME FROM ANOTHER REGION.

IN A WAY HE LOOKS LIKE THAT ONE SILVER STALLION FROM MARS.  
THE FIRST CREATURE I'D SEEN THE DAY I FELL OFF THE MONKEY BARS.

I HAVE THIS PICTURE OF THIS HORSE OF COURSE.  
JUST HELP ME OUT OF THIS WHITE-JACKET!!! ;-)  
IF YOU WANT TO SEE THE COOLEST PICTURE OF A FLYING HORSE.





# ABBAS

SOMOSHREE PALIT

“Hirr..rrr het! Hir..rrr..rrr het hett!! Shabash ghora, shabash!!! Hirr....”

A horse-owner yelled and ran by us holding the tail of his horse as a steering while people on horses went onwards towering above our heads. We kept on looking at them helplessly, standing at the bottom of Mt. Trikuta, in Katra, Jammu; with my husband Raja and our five year old daughter Guria. We had come for a tour to Kashmir, beginning with a pilgrimage to the temple of Mata Vaishno Devi.

We stood wondering how to take Guria to the temple. With an altitude of 6200 meters and the road being 13 km long, I was sure that she would give up the idea of walking within a few minutes.

“Babuji, do you need Pithu?” A young Kashmiri man with sharp features sudden-

ly enquired.

“What is that?”

Raja asked, curiosity vivid on his face.

The young man smiled. “What I meant Babuji, is, will you allow me to carry your luggage and your child to the temple and back, while I’m walking along with you?”

“Umm..okay.. Fine.. How much do you charge?”

“The rate fixed by the Shrine Board is only Rs.700, Babuji.”

“I’ll walk.” Guria replied, stubbornly.

“Please come with us, young man. Her fuse will go off any moment.” Raja said.

“By the way, what’s your name?”

“Abbas, Babuji.”

“So, Abbas, let’s start our journey.”

We had been walking for about half an hour and didn’t even complete 1 km when Guria felt tired, sat down on a bench of a

road-side shop and finally gave the idea of walking.

"It's okay sweetheart, I'll carry you." Abbas sat down on his knees, while Guria hesitatingly climbed up on his shoulder and immediately burst out laughing.

"Forward my horse, forward." Raja and I slapped our foreheads, while Abbas laughed along with her.

After walking for an hour, we decided to ride on horses for the rest of our journey. Raja and Guria climbed up on a horse, me on another.

"Abbas.."

"Don't worry Babuji, I'll go with you." Abbas replied with a smile.

It was 2:30am when we reached the temple. Our first horse ride was a really painful experience. So, after offering our Pujas, we decided to walk the way back.

Sometime later, Guria began crying. Her legs were paining. Before we could react, Abbas started massaging her legs.

"Don't cry my baby! Please don't cry.." He freaked out. "Babuji, my daughter's just like her; I can't bear you crying my child.." Guria stopped crying and smiled, held Abbas' fingers and began walking. Those words almost acted like magic.

"Abbas uncle, you are so good!!!" Guria smiled at Abbas.

"You are so good too, my princess."

"Abbas uncle, why are your ears pink like my Teddy?"

All of us laughed out loud. Guria kept on interrogating Abbas. At times when we sat down on road-side benches after walking a long way to take rest, Guria and Abbas had their energies in abundance, once playing lock-and-key, hide-and-seek and so on. Once in a while Guria wanted to walk with Abbas, then she wanted to climb up

on his shoulder, then she wanted to dance around him and do all sorts of insanity childhood innocence could demand.

"Abbas uncle, when do you study?"

"We're very poor my baby. I never got the chance of studying."

"Don't worry Abbas uncle. I'll teach you. Repeat after me: Ring-a-ring-a-roses, Pocket-full-of-poses, HAAAIISHHA! WHHOOIISHHA!! We-all-fall-down!!!."

"Haish-haish-" Abbas tried to say, his dimples giving way to his innocence.

"Mm-hmm. HAAAIISHHA! WHHOOIISHHA!!" Guria corrected Abbas, with her finger moving back and forth like a pendulum.

Abbas went on committing mistakes, Guria went on correcting him, forgetting absolutely about her legs.

We journeyed onwards peacefully, except for occasional screams of "HAAAIISHHA! WHHOOIISHHA!!."

Finally, sometime later, Guria yawned.

"Abbas uncle, I'm sleepy."

"Oh..okay...come in my arms. Don't worry Madam, she will sleep peacefully, I promise." I watched the child who never leaves her parents sleeping like a baby, snuggling her small head in the chest of an absolute stranger.

We saw the lights of the dawn breaking in the faraway mountains. We had only three more kilometers to complete. Abbas had been walking silently since Guria fell asleep 4hours ago.

"Abbas, where do you live?"

"You see the clouds over there Babuji, my



house is there in the cliff of the hills.” Abbas pointed out at the horizon. “We will have a great harvest this time.”

“Who else is there in your house, Abbas?” Abbas’ face brightened. “Babuji, my parents, my wife, my little child and me, make up a small, but happy family.”

“When do you go home Abbas?”

“Once in three months Madam. After this trip, I shall go home. I haven’t seen my child for so many days..”

Finally, at 10AM in the morning, we reached the bottom of the mountain. Guria was awake, still sitting on Abbas’ sturdy hands. She came down only when Raja handed Abbas a sum of Rs 2000.

“Babuji” Abbas nearly whispered.

“Yes Abbas?”

“No one gives us more than Rs 700 Babuji. I- I can’t take this...I-”

Raja patted him on his shoulder. “Take it brother, for your family.”

Abbas was almost on the verge of tears, when Raja hugged him “Now, now young man, take it easy.”

“Poverty won’t allow to lift our heads, Babuji...Dignity won’t allow to bow it down..” Abbas said, his voice heavy.

“Abbas uncle!!!” Guria suddenly screeched out, clearly unaware of the importance of the moment. “We’re going back on the 4th of June, won’t you come to say me Good-bye?”

“Yes my baby, I’ll. I will.” Abbas kissed Guria on her forehead.

Our auto whizzed past him towards our hotel.

It was a 15-day long tour. Feasting on Kashmir’s glories full of life, we came back to Jammu to board our train. It was hard

bidding adieu to Kashmir.

“Abbas didn’t come, Raja.”

“He must be in his home. After all, he sai-” “ABBAS UNCLE!!!!” Guria screamed and ran towards Abbas. He took her lovingly in his arms. “Is that doll for me?”

“Abbas, didn’t you go home?”

“Yes Madam, I went home.” Abbas replied, his head hanging down. “I went home Madam. The clouds and the rains promised a good harvest after many years. It rained for three days Madam, and I lost everything to it. There was a landslide in the hills... and my house... went beneath it.”

His lips began trembling.

“My parents, my wife, my child.. my sweet little child...my entire village..everything... I couldn’t find my child in the rubbles... all I found, was a hand cut off from the body.. still holding this... this doll....”

Abbas was down on his knees, horror looming in his hazel eyes.

“Babuji, my baby was holding her doll when she died.....she must’ve cried so much.. she must’ve- she must’ve called me to save her...and I couldn’t...save her...I couldn’t...”

Abbas could say no more. He sat down on the ground and held his head in his hands, crying like a helpless, orphaned child.

Guria walked upto him, rubbed his eyes and kissed him on his forehead. Abbas hugged her tightly, as if his dead child had returned to life.

“I’ve- I’ve got no one left.. Babuji, Madam; I’ve no one.. my baby..my child.. I’ve no one...” Abbas looked up, “Will you take me with you to your home? Please...? Will you take me with you?? Will you take me with you my baby??...Please... please take me with you.... Please....Please.... please

don't leave me... please...don't leave me...  
don't leave me.....”

Abbas broke down







চিএফএ





PABRISHA DAS





PABRISHA DAS



**TITLEE SENGUPTA**





**SREEJITA GHATAK**



DIDHITI DAS



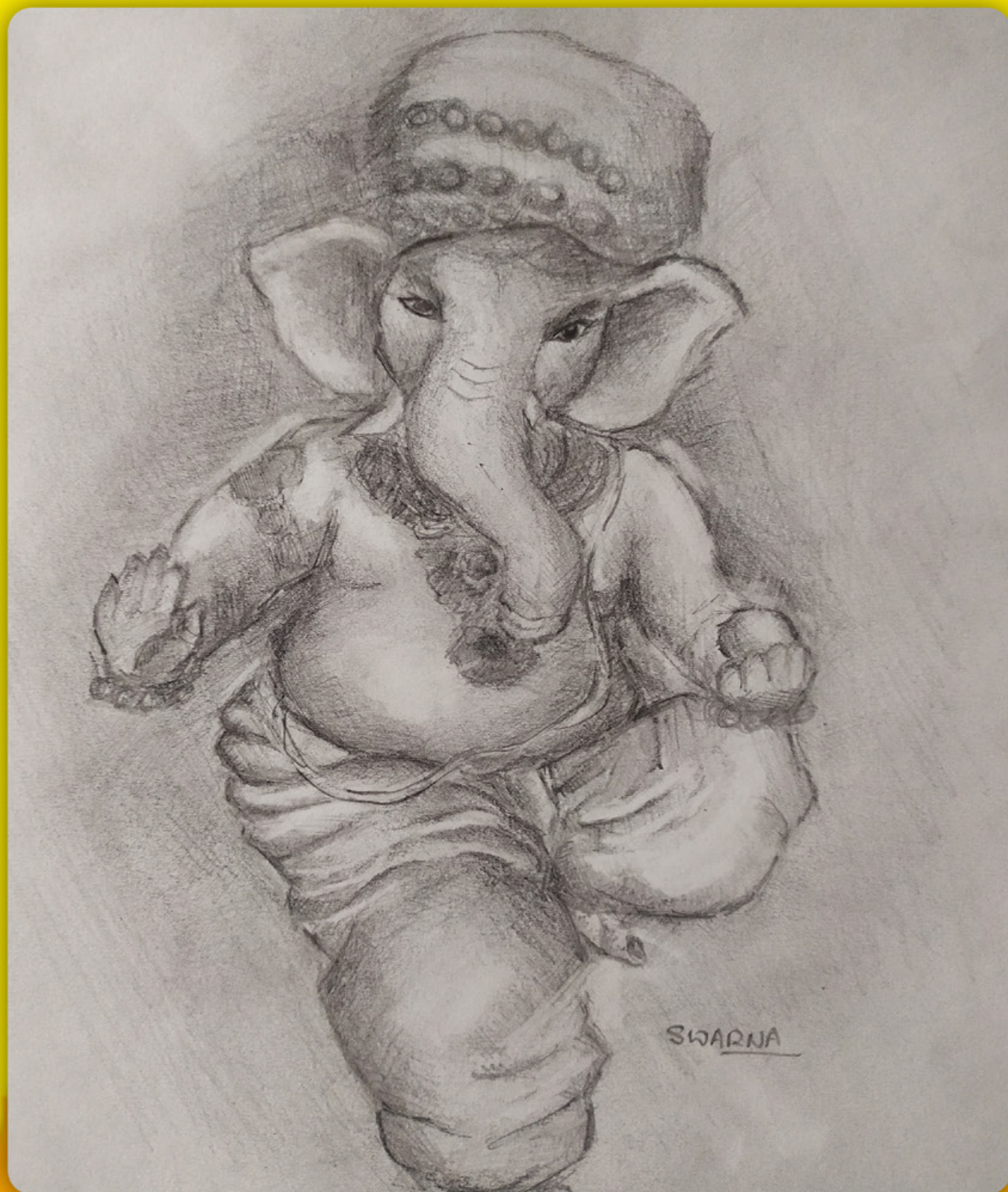


**SHOURJYO GHOSAL**



SHOURJYO GHOSAL





**SWARNADEEP SARKAR**



calcutta  
youth  
meet.



# SCRIPT PRODUCTIONS TO INITIATE CALCUTTA YOUTH MEET, CHAPTER FIVE

**Team Script Productions** is proud to announce a proactive approach that has been taken for the youth and audience of the country who have a shared, immense love for art, film and culture. Our aim for the fifth chapter of the Calcutta Youth Meet is to provide a stage for aspiring and ambitious individuals of India to display their talents on a bigger stage, with exposure to the industry they take interest in. The last year has been a trainwreck, to say the least- seeing how eventful and confining it was for everyone. A refreshing comeback into the energetic experience of a youth fest is probably the push that Under-25 people of India need to return to less dormant schedules.



Script Productions is the pioneer of “CALCUTTA YOUTH MEET” which is one of the most recognized events in Eastern India. After 4 successful years of Calcutta Youth Meet, we are here with the first ever Offline youth festival in Eastern India after the Pandemic.

This year, our spirits have not been dampened. The pandemic can go on, but at Script, we will never fail to come back with CYM annually. Calcutta Youth Meet: Chapter - 5, 2021, will be held at Gyan Manch, on 9th October with the theme of Durga Pujo in presence of eminent personalities like Rwitobroto Mukherjee, Suragana Banerjee, Riddhi Sen and other notable personalities of Tollywood Industry. From Street Play, Treasure Hunt to Battle of Bands,

Miss Calcutta and Fashion Show there will be tough competition for the winning crown. Through CYM, participants will be able to not just discover more of their preferred ambition, but also meet individuals who are masters of that field- our judges. We are sure that it is going to be a fun, fruitful experience and is going to offer a learning environment for those who wish to pursue any of the arts in their future. We look forward to enthusiastic participation and establishing the spirit of rediscovering and bringing glory to art, culture and sportsmanship. Brilliant individuals with astonishing talents are often not given the opportunity to express themselves in front of a large audience- we here at Script are here to make your dreams come true!

# WHAT'S IN THIS YEAR'S CYM??

## LITERARY ARTS

The competitions under Literary Arts are- Creative Writing, Slam Poetry, Team/Individual Quiz, Newsroom Debate and Corporate Lunch. This event highlights literature through various competitions and aspires to send out a message of creating and embracing an atmosphere where individuals use words to express and even fight for themselves; since the pen is mightier than the sword.

## FINE ARTS

The term “fine art” refers to an art form practiced mainly for its aesthetic value and its beauty (“art for art’s sake”). Fine Arts provides an array of competitions, namely, Mandala Art, Monochrome Illustrations, Poster Making, Pride Makeup and Face Painting- for the youth of the country to enjoy and freely express themselves. Fine Arts aspires to encourage people into letting their art express their views and opinions.

## PERFORMING ARTS

Performing Arts is an event under CYM-5 that focuses on establishing one’s ideas through gestures and movements that require physical presentation. Performing Arts consists of 2 Minutes to Fame, Western Band, Team Dance, Street Play and Fashion Show- that allow performers to bring out their colours and show everyone their talent and grace. Performing Arts wishes to give participants a platform to showcase their innumerable and astonishing talents, and give them an opportunity to perform in front of those who have mastered those fields.

## INFORMALS

Informals is an event under CYM-5 that focuses on different aspects of creativity and art through the events like Miss Calcutta, Beat Boxing, Treasure Hunt, Photography and Freestyle Rap Battle. This event contains the most prestigious event, the highlight of Calcutta Youth Meet – Miss Calcutta. These are the up-and-coming “trendy” and influential competitions that are extremely amusing and a great way to bond with teammates and friends, and meet new people.

The Script Productions team is constantly growing to impart opportunities to talented individuals and making dreams come true by providing them with a platform to showcase the same with events organized. With time we aim to nurture leaders and accredit personalities to influence the world to the best of our abilities. We at Script Productions believe that today’s youth has the true potential to get to the bottom of all the concerns across the globe. Script aims at empowering the youth in order to make the future better than the present by creating a platform to polish themselves, alongside giving them an opportunity to earn while they learn through the training programs.

The Youth of the Nation are the active change makers, of present and of the future. Calcutta Youth Meet, the most well recognised event of Eastern India, focuses on bringing the young geniuses at one place, for a collective and progressive meeting, of cooperation, competition, and learning from the field experts.

Join us, at **Gyan Manch**, this 9th of October, 2021, where eminent personalities meet talented individuals





## JOIN US AT:

Gyan Manch, Kolkata,  
11, Pretoria St, Elgin, Kolkata, West Ben-  
gal 700071.

9th October, 2021 | 1:00PM Onwards

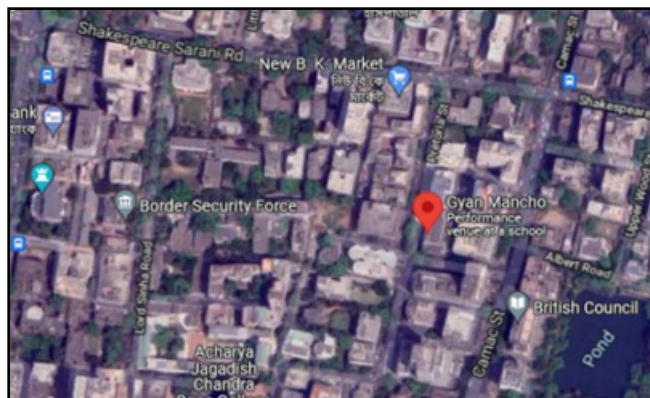
## TICKETS:

Unlike the pandemic, we are not hold-  
ing you back. There's no Ticket whatso-  
ever. Join us directly at Gyan Mancha.

## FOR MORE INFO:

Log on to:  
[www.scriptproductions.org](http://www.scriptproductions.org)

Phone:  
+91 6291 529 682 // +91 8240 620 193







**FORWARD**

REBUILDING INDIA IN METAJI'S WAY

For the Celebration to proceed,  
A Struggle, the day before, manifests itself.

উদযাপন এগিয়ে যাওয়ার জন্য,  
তার আগেই একটা সংগ্রাম নিজেকে প্রকাশ করবে।

उत्सव को आगे बढ़ाने के लिए,  
एक संघर्ष, एक दिन पहले, स्वयं प्रकट होता है।

ઉજવણી આગળ વધવા માટે,  
એક સંઘર્ષ, આગલા દિવસે, પોતે પ્રગટ થાય છે.



# Contributors:

## INTERN CONTRIBUTORS:

RAJDEEP SAHA // PATRALEKHA KARMAKAR // MANALI CHAKRABORTY  
// AMRIT BHATTACHARJEE // PABRISHA DAS // KOYENA CHATTERJEE  
// SHOURJYO GHOSAL // SNEHOJIT ROY MITRA // ASHMITA DAS //  
SOMOSHREE PALIT // TITLEE SENGUPTA // SREJITA GHATAK // DIDITHI  
DAS // SWARNADEEP SARKAR //

## OUR TEAM:

ABHINABA BOSE // AMIT CHAKRABORTY // ANAL KUMAR MITTRA //  
AMRIT BHATTACHARJEE // DEBANGANA CHAKRABARTI  
ROUNAK CHAKRABORTY // PREETHA BOSE // SOMOSHREE PALIT //  
SAYANI BANERJEE BHATTACHARYA



**Forward**

Rebuilding India in Netaji's Way



# Forward

Rebuilding India in Netaji's Way

[www.forwardwebzine.org](http://www.forwardwebzine.org)  
[contact@forwardwebzine.org](mailto:contact@forwardwebzine.org)

    / FORWARDWEBZINE